দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 26 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে চট্টগ্রামের কেউ স্থান না হওয়ায় ক্ষোভ, হতাশা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে স্থান না পেয়ে হতাশ হয়েছেন চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। অন্যান্য বছর কেন্দ্রীয় কমিটিতে চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা থেকে বেশ কয়েকজন নেতা কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেলেও এবার একজনকেও 'মূল্যায়ন করেনি। এতে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। অনেকে মনে করছেন কেন্দ্রীয় কমিটির একচোখা নীতির কারণে এ অঞ্চলে ছাত্রলীগের রাজনীতি স্থবিরতা আসবে। নেতাকর্মীরা সক্রিয় রাজনীতি করতে উৎসাহিত হবেন না।

এ সম্পর্কে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটিতে চট্টগ্রামের কাউকে না দেখে আমি অবাক হয়েছি। আমাদের ধারণা ছিল এবারের কমিটিতে অন্তত ৫/৬ জন নেতাকর্মী স্থান পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো একজন নেতাকর্মীকেও কেন্দ্রে মূল্যায়ন করা হয়নি। এতে নেতাকর্মীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। এভাবে চলতে থাকলে চট্টগ্রামে কোন বড় মাপের নেতা উঠে আসবে না বলে তিনি জানান।

এদিকে গত সোমবার কমিটি ঘোষণার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করে অনেকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। অনেকে লিখেছেন 'যোগ্যতার মাপকাঠি যেখানে অতিমাত্রায় তৈলমর্দন সেখানে যোগ্যতা বলে কিছু নেই। অনেকে লিখেছেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে চট্টগ্রাম বিভাগ এভাবে বঞ্চিত করবেন আমরা কখনও ভাবিনি।

গত সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ৩০১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন। সহ-সম্পাদক পর্যন্ত এ কমিটিতে বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা কমিটির কেউ নেই। গতবারের কমিটিতে থাকা বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার ছাত্রত্ব থাকলেও তাদের উপেক্ষিত করা হয়েছে। গত কয়েকটি কমিটিতে চট্টগ্রাম মহানগর থেকে দুয়েকজন করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেলেও এবার এই এলাকা থেকে একজনও স্থান পাননি। বিগত ১০ বছরে সম্ভবত এটি প্রথম কমিটি যেখানে এই অঞ্চলের কেউ স্থান পায়নি। তবে এই অঞ্চলের অন্যতম বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার জন কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। এরা হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান রাসেল, যুগ্ম সম্পাদক দিয়াজ ইরফান চৌধুরী, শরীফুল ইসলাম শরীফ ও ফারুক হোসেন।

এদের মধ্যে রাসেল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি, শরীফ উপ-ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক, ফারুক হোসেন উপ-কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক এবং দিয়াজ ইরফান সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি থেকে চারজন স্থান পেলেও এদের মধ্যে তিন জনের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রাম বিভাগের বাইরে। শুধু মাত্র দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায়। তবে চট্টগ্রামের আরও বেশ কয়েকজন নেতা কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। তাদের অধিকাংশ রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বাঁশখালীর আরশাদুর রহমান দুই নম্বর জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসাইন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অবস্থান সুদৃঢ় করেছি। নিজের সবটুকু দিয়ে সংগঠনকে ক্যাম্পাসে শক্তিশালী করেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংগঠন সেটি মূল্যায়ন করেনি। উল্টো নিষ্ক্রিয় দুই জনকে কমিটিতে স্থান দিয়েছেন।